গর্ভাবস্থায় বিপদের লক্ষণ

ভূমিকা

- বেশিরভাগ মহিলাই কোনও গুরুতর সমস্যা ছাড়াই গর্ভাবস্থা পেরিয়ে আসেন। গর্ভাবস্থায় সাধারণ অস্বস্তিকর অবস্থা যেমন বুক জ্বালা, পিঠে ব্যথা, স্তন নরম হয়ে যাওয়া ও ফুলে যাওয়া এবং ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

- কিন্তু গর্ভাবস্থায় ও শিশুর জন্মের সময় কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যা মা ও শিশু অথবা দু'জনের ক্ষেত্রেই আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে।
- যদি নিয়মিতভাবে প্রসব-পূর্বকালীন পরীক্ষা করানো হয়, তাহলে অনেক আগে থেকেই কিছু সমস্যা ধরা যায়।
- এইসব বিপদের লক্ষ্মণ দেখে গর্ভবতী মহিলাকে কখন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তা জানতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সহায়তা নিতে হয়।
- যদি সময়মতো চিকিৎসা শুরু না হয়, তাহলে এর ফলে প্রসূতি বা শিশু অথবা দু'জনেরই মৃত্যু অথবা পঙ্গুত্ব ঘটতে পারে।
- বিপদের লক্ষ্মণযুক্ত গর্ভবতী মহিলাকে পরামর্শের জন্য ফিল্ড রেফারল ইউনিট অথবা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ঝুঁকির কারণ

- কম উচ্চতার মহিলা (145 সেন্টিমিটার বা 4 ফুট 10 ইঞ্চির কম)
- 18 বছর থেকে কম বা 35 বছর থেকে বেশি বয়সী।
- কোনও শারীরিক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে কিনা, যেমন হৃদ-রোগ, ডায়াবেটিস, টিবি, ম্যালেরিয়া, রক্তাল্পতা বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা।
- প্রথম তিনমাসে ওজন 38 কিলোগ্রামের কম।
- আগের বারের গর্ভাবস্থায় সমস্যা (প্রসবকালীন সমস্যা বা সিজারিয়ান অপারেশন)।
- গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া।
- ভ্রূণের নড়াচড়া খুব কম/বন্ধ।
- বর্তমান গর্ভাবস্থায় এই সব সমস্যা :
  - গর্ভাবস্থায় যে কোনও সময় রক্তপাত
  - অস্বাভাবিক হাবভাব
  - গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ
  - অত্যন্ত রক্তাল্পতা
  - যমজ শিশু, অতিরিক্ত ফাঁপা জরায়ু

বিপদের লক্ষণ:

গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের সময় রক্তপাত: • গর্ভাবস্থায় কোনও রক্তপাত অথবা প্রসবের সময় বা পরে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত মা এবং/অথবা শিশুর জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে। • এই মহিলাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।	
শ্বাসকষ্টের সঙ্গে অথবা শ্বাসকষ্ট ছাড়া গুরুতর রক্তাল্পতা: • গুরুতর রক্তাল্পতা-সহ মহিলার চোখের পাতা, নখ এবং হাতের তালু ফ্যাকাসে হয়। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। • এর ফলে অন্যান্য নানা রকম জটিলতা যেমন শিশুর জন্মের সময় হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া, সময়ের আগেই প্রসব এবং গর্ভাবস্থায় সংক্রমণ হতে পারে। • গুরুতর রক্তাল্পতা-সহ গর্ভবতী মহিলাকে অবশ্যই হাসপাতালে প্রসব করাতে হবে।	
গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবের এক মাসের মধ্যেই প্রচন্ড জ্বর : • এই অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। • প্রচন্ড জ্বর ওই মহিলার শরীরে কোনও সংক্রমণের লক্ষণ হয়ে থাকে। বাড়ন্ত শিশুর ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর হতে পারে। • স্থানান্তর করতে হলে মহিলাকে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে এবং উষ্ণ রাখতে হবে। • জ্বর কমানোর জন্য ঠান্ডা জলে গা মুছে দিতে হবে।	
খিঁচুনি অথবা ফিট হওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, মাথা ব্যথা, হঠাৎ পা ফুলে যাওয়া: • এই অবস্থা মা অথবা অনাগত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি অথবা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। • এই অবস্থা দেখা দিলেও ওই মহিলাকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।	
12 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে প্রসব বেদনা: • প্রসূতিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। • একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ওই মহিলাকে প্রসব করানো উচিত।	
প্রসব বেদনা ছাড়াই জলথলি ভেঙ্গে যাওয়া: • জলের থলি ভেঙ্গে গেলে ওই মহিলা এবং শিশুর সংক্রমণ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। • মহিলাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। • একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ওই মহিলাকে প্রসব করানো উচিত।	